দর্শনায় কনস্টেবলের মৃত্যুর ঘটনায় ৭ পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ইমিগ্রেশন ভবন থেকে পুলিশ কনস্টেবল শামিম রেজা সাজুর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধারের এক মাস পর সাত পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিহত কনস্টেবলের বাবা হাসেম আলী ফরাজী মঙ্গলবার (২০ মে) দর্শনা আমলি আদালতে মামলাটি দায়ের করেন।

মামলাটি গ্রহণ করে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. তৌহিদুল ইসলাম তদন্তের দায়িত্ব পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)-কে দিয়েছেন। মামলায় বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট নাজমুল হাসান লাভলু জানান, আদালত অভিযোগ আমলে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

জানা গেছে, কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ঝুটিয়াডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা শামিম রেজা সাজু চুয়াডাঙ্গার দর্শনা জয়নগর আন্তর্জাতিক চেকপোস্টের ইমিগ্রেশন বিভাগে কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত ছিলেন। গত ১৮ এপ্রিল সকালে চেকপোস্টের নতুন ভবনের দোতলার একটি কক্ষ থেকে তাঁর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সে সময় দর্শনা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

তবে এক মাসের বেশি সময় পর নিহতের বাবা আদালতে হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলায় অভিযুক্তরা হলেন—সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) তারেক মাহমুদ, লাভলুর রহমান, মিঠুন হোসেন, সহিদুল ইসলাম, কনস্টেবল মেহেদী হাসান, ইমিগ্রেশন বিভাগের ইনচার্জ সহকারী উপ-পরিদর্শক (এসআই) রমজান আলী ও কনস্টেবল সোহেল রানা।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, শামিম রেজা বিবাহিত এবং তাঁর পাঁচ বছর বয়সী একটি সন্তান রয়েছে। স্ত্রী ও সন্তান পিত্রালয়ে থাকলেও শামিম দর্শনার নতুন ভবনে সহকর্মীদের সঙ্গে থাকতেন। তাঁর পারিবারিক জীবনে কোনো অশান্তি ছিল না।

বাদীর দাবি, দর্শনা ইমিগ্রেশনে যোগদানের পর থেকেই শামিম রেজা

সহকর্মীদের বৈষম্য ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। নানা অজুহাতে আসামিরা তাঁকে হেনস্তা করতেন এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতেন। প্রতিবাদ করায় শামিমকে হত্যার হুমকিও দেওয়া হতো বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

এজাহারে আরও বলা হয়, ১৭ এপ্রিল ১ থেকে ৫ নম্বর আসামি শামিমকে খুনের হুমকি দিলে তিনি তাঁর সহকর্মী ও একই গ্রামের বাসিন্দা কনস্টেবল সোহেল রানাকে (৭ নম্বর আসামি) হোয়াটসঅ্যাপে বিষয়টি জানান। কিন্তু সোহেল রানা তা পরিবারের কাউকে না জানিয়ে উল্টো অভিযুক্তদের বিষয়টি জানিয়ে দেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে আসামিরা যৌথভাবে শামিমকে হত্যা করে মরদেহ ঝুলিয়ে আত্মহত্যার নাটক সাজান বলে অভিযোগে দাবি করা হয়েছে।

দর্শনায় স্কুলছাত্র হত্যায় আসামিদের ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার ছয়ঘরি গ্রামে ষষ্ঠ শ্রেণির স্কুলছাত্র রিয়াদ হোসেন (১৩) কে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় জড়িতদের ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (১৪ মে) দুপুর ১২টায় আসামিদের বাড়ির সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে নিহত রিয়াদের স্কুলের সহপাঠী, শিক্ষক এবং এলাকার সাধারণ মানুষ।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন মদনা-পারকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. শফিউল্লাহ, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য মো. নাহারুল মাস্টার, মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. একরামুল হোসেন, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

বক্তারা অবিলম্বে হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তার করে ফাঁসির দাবি

জানান।

উল্লেখ্য, গত সোমবার (১২ মে) দুপুরে ছয়ঘরি গ্রামে পারিবারিক বিরোধের জেরে বাইতুল্লার ছেলে মো. হযরত আলী তার সঙ্গে থাকা ধারালো হাসুয়া দিয়ে জিয়াউর রহমান কাজীর ছেলে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র রিয়াদ হোসেনকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করে।

এ ঘটনায় পরদিন মঙ্গলবার (১৩ মে) নিহত রিয়াদের পিতা দর্শনা থানায় ৫ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. শহিদ তিতুমীর জানান, ইতোমধ্যে দুইজন আসামিকে আটক করা হয়েছে এবং বাকিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

দর্শনায় স্কুলছাত্র হত্যার ঘটনায় মামলা, দুই আসামি গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর–মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়ায় ষষ্ঠ শ্রেণির স্কুলছাত্র রিয়াদ হোসেন (১৩) হত্যার ঘটনায় পাঁচজনকে আসামি করে দর্শনা থানায় মামলা হয়েছে।

নিহত শিক্ষার্থীর বাবা জিয়ারুল ইসলাম বাদী হয়ে আজ মঙ্গলবার মামলাটি করেন। পুলিশ হুকুমের আসামিসহ এজাহারনামীয় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে মামলার প্রধান আসামি হযরত আলীসহ তিনজনকে এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

গতকাল সোমবার বিকেলে পারিবারিক বিরোধের জের ধরে মা–বাবার সামনেই স্কুলছাত্র রিয়াদ হোসেনকে প্রতিপক্ষের লোকজন প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করে। রিয়াদ ছয়ঘরিয়া গ্রামের ব্যাকপাড়ার জিয়ারুল ইসলামের ছেলে। সে পার্শ্ববর্তী মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ত। তার মরদেহ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্ত শেষে আজ দুপুরে গ্রামের বাড়িতে নেওয়া হয়েছে। বাদ আসর

দাফনের জন্য সেখানে প্রস্তুতি চলছে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শহীদ মো. তিতুমীর জানান, স্কুলছাত্র রিয়াদ খুনের ঘটনায় তার বাবা জিয়ারুল ইসলাম আজ থানায় মামলা করেছেন। মামলায় প্রতিবেশী হযরত আলী, তাঁর ভাগনে বিদ্যুৎ, মা ফাহিমা খাতুন, বোন বিউটি খাতুন ও স্ত্রী সুবর্ণা খাতুনকে আসামি করা হয়েছে। হুকুমের আসামি ফাহিমা খাতুন ও সুবর্ণা খাতুনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, অন্যদের ধরতে অভিযান চলছে।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, স্বামী আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে পারিবারিক কলহের কারণে আসামি বিউটি খাতুন তিন মাস ধরে বাবার বাড়িতে অবস্থান করছেন। বিউটির স্বামী আনোয়ারের সঙ্গে জিয়ারুলের বন্ধুত্ব থাকায় আসামিরা প্রায়ই তাঁকে (জিয়ারুল) গালামন্দ করতেন। ১২ মে বেলা তিনটার দিকে জিয়ারুল বাড়ি থেকে মাঠের দিকে যাওয়ার সময় তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন আসামি ফাহিমা খাতুন। গালি দিতে নিষেধ করলে জিয়ারুলের গেঞ্জির কলার ধরে কিল–ঘুষি মারতে থাকেন ফাহিমা। সেখান থেকে জিয়ারুল কৌশলে বাড়ি ফিরে আসেন। বেলা সোয়া তিনটার দিকে আসামিরা পূর্বপরিকল্পিতভাবে লাঠি, লোহার রড, রামদাসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে জিয়ারুলের বাড়ির সামনে আসেন। বাড়ির সামনে তাঁরা রিয়াদকে দেখতে পান। এ সময় ফাহিমা খাতুনের হুকুমে হযরত আলী রামদা দিয়ে রিয়াদকে কুপিয়ে হত্যা করেন।

দর্শনায় বন্ধুত্ব নিয়ে পারিবারিক দ্বন্দ্ব, কিশোর রিয়াদকে কুপিয়ে হত্যা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ছয়ঘরিয়া এলাকায় বন্ধুত্বকে কেন্দ্র করে পারিবারিক দ্বন্দ্বের জেরে এক কিশোরকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করেছে হযরত আলী নামের এক ব্যক্তি। নিহত কিশোরের নাম রিয়াদ (১৩), সে স্থানীয় স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র এবং একই এলাকার জিয়ারুল ইসলাম জিয়ার ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া ব্যাকপাড়ার বাসিন্দা বায়তুল্লাহ’র ছেলে হযরত আলীর সঙ্গে একই পাড়ার জিয়ারুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। এই সম্পর্ক নিয়ে হযরতের পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে অশান্তি চলছিল।

সোমবার (১২ মে) দুপুর আনুমানিক ২টার দিকে গরুর গোবর রাখা নিয়ে হযরতের সঙ্গে জিয়ারুলের স্ত্রী শিল্পার কথাকাটাকাটি হয়। এ ঘটনার পর জিয়ারুল বিষয়টি জানতে হযরতের বাড়িতে গেলে, সেখানেই হযরতের স্ত্রী সুমাইয়া ও মা ফাহিমা বেগম কুকিয়া তাকে মারধর করেন।

এর কিছুক্ষণ পর হযরত ও বিদ্যুৎ (আনোয়ার হোসেনের ছেলে) বাড়িতে ফিরে এসে ধারালো হাসুয়া নিয়ে জিয়ারুলকে খুঁজতে বের হয়। জিয়ারুলকে না পেয়ে বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তার ছেলে রিয়াদকে পেয়ে যায় তারা। তখনই হযরত রিয়াদের ঘাড়ে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কোপ দেন। ঘটনাস্থলেই মারা যায় রিয়াদ।

নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডের পর গ্রামজুড়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত গ্রামবাসী হযরতের বাড়িতে হামলা চালিয়ে একটি মোটরসাইকেল ও আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা, দামুড়হুদা-জীবননগর সার্কেলের এএসপি জাকিয়া সুলতানা, দর্শনা থানার ওসি শহীদ তিতমীরসহ সঙ্গীয় ফোর্স ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

পুলিশ তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে হযরতের মা ফাহিমা বেগম কুকিয়া ও স্ত্রী সুমাইয়াকে আটক করেছে। তবে মূল অভিযুক্ত হযরত আলী ও বিদ্যুৎ এখনও পলাতক রয়েছে। তাদের গ্রেপ্তারে পুলিশ অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

এ ঘটনায় নিহত রিয়াদের বাবা জিয়ারুল ইসলাম বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন বলে জানা গেছে।

দর্শনায় বিপুল পরিমাণ চোলাই ও বিদেশি মদসহ গ্রেফতার ১

দর্শনা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৬৭ লিটার চোলাই (বাংলা) মদ ও বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ২৮ বোতল বিদেশি (ফরেন) লিকারসহ আকাশ (২৩) নামের এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আকাশ দর্শনার কেরু কোম্পানির দারোয়ান লাইনপাড়া এলাকার মৃত আব্দুল মোতালেবের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে অংশ নেন দর্শনা থানার চৌকস কর্মকর্তা এসআই মাসুদুর রহমান ও সঙ্গীয় ফোর্স। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা আনোয়ারপুর কেরু কোম্পানির স্টাফ মেসের পেছনে দারোয়ান লাইনের সামনে অব্যবহৃত একটি বাথরুমে অভিযান চালান।

সেখানে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ কেরু অ্যান্ড কোম্পানির বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ২৮ বোতল বিদেশি মদ এবং ৬৭ লিটার চোলাই মদ উদ্ধার করে। ঘটনাস্থল থেকে আকাশকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়।

এ ঘটনায় আকাশসহ অজ্ঞাতনামা আরও ৭ জনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দর্শনা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দর্শনায় রুকন শিক্ষা শিবিরে আব্দুল হালিম

দর্শনায় দিনব্যাপী রুকন শিক্ষা শিবিরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম বলেছেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দুর্নীতিমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত কল্যাণমুখী রাষ্ট্র কায়েম করতে চায়। তিনি গতকাল রুকন সন্মেলনে

প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা আব্দুল হালিম আরও বলেন, তিনটি বিষয় নিয়ে আগামীতে এগুতে চায় জামায়াত। ফ্যাসিস্টদের বিচার, সংস্কার ও নির্বাচন। পলাতক শেখ হাসিনাসহ ফ্যাসিস্ট আওয়ামীলীগের বিচার করতে হবে সবার আগে। এরপর সকল সেক্টরে সংস্কার করে একটি গ্রহনযোগ্য নির্বাচন দিতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আগামীতে ক্ষমতায় এসে দূর্নীতি ও বৈষম্যমুক্ত একটি কল্যানমুখী বাংলাদেশ গড়তে চায়। ইতিপুর্বে আমরা কী দেখেছি ? পুলিশ শুধু মামলা দেয়। আমরা বিগত ১৬ বছরে দেখলাম,পুলিশ বাসা থেকে ধরে নিয়ে এনে চোখ তুলে নেয়,হাত-পা কেটে ফেলে,গুম করে,আয়না ঘরে পাঠিয়ে নির্যাতন করে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আয়োজনে আজ শনিবার দর্শনা অডিটোরিয়ামে সকাল ৮টায় দিনব্যাপী রুকনদের শিক্ষা শিবিরে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। শুরুতেই উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর ও শিক্ষা শিবিরের ব্যবস্থাপক মাওলানা আজিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যশোর- কুষ্টিয়া অঞ্চল পরিচালক মোবারক হোসাইন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন- ৭১ সালের বীর মুক্তিযোদ্ধা, ৫২ ও ৭১ শহীদের তালিকা লিপিবদ্ধ হয় নাই, ২৪ এর জুলাই বিপ্লবের তালিকা করা হয়েছে। ৯৭৩/৯৭৫ জনের তালিকা ১০ খন্ড লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শুধু তাই নয় ২০ হাজার জন পঙ্গুর পাশে দাঁড়িয়েছে জামায়াত, বিগত দিনে বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়ে নমুনা সৃষ্টি করেছে সংগঠন। আগামীতে আমরা মানবিক বাংলাদেশ তৈরি করতে চাই। এছাড়াও তিনি আনুগত্য,পরামর্শ ও মুহসাবা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় বলেন যে ব্যক্তি আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল। যদি কোন হাবশী ব্যক্তিও নেতা নির্বাচিত হয় তাহলে তার আনুগত্য করতে হবে। যার ঈমান যত শক্তিশালী তার আনুগত্য তত মজবুত। আনুগত্যের পরাকাষ্ঠ দেখিয়েছেন হযরত আবু বকর (রা)। রাসূল সাঃ বলেছিলেন আবু বকর আমাদের হয়তো হিজরত করতে হতে পারে। সেই দিন থেকে আবু বকর দরজায় পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন কখনও বিছানায় পিঠ দিয়ে ঘুমাননি, এক দিন রাতে রাসুল (সাঃ) আবু বকর(রা) দরজায় গিয়ে ডাক দিলেন আবু বকর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো লাব্বাইক ইয়া রাসুল সাঃ, তিনি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন একবারেই তুমি হাজির হলে কিভাবে? তিনি বললেন আপনি যে দিন থেকে বলেছেন হিজরত করা লাগতে

তুলে ধরে রুকনদের তাদের মত ত্যাগের মহিমা প্রদর্শনের আহবান জানান।

দর্শনায় মৌচাকের উদ্যোগে প্রতিবন্ধীদের ছাগল পালনের প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার উদ্দ্যোগে প্রতিবন্ধী উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে ছাগল লালন পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্টিত হয়েছে।

এ প্রশিক্ষণে মৌচাক উন্নয়ন সংস্থার ম্যানেজার মগগুল হোসেনের সভাপতিত্বে, প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নীলিমা আক্তার হ্যাপি। এ প্রশিক্ষণে প্রায় ২০-২৫ জন প্রতিবন্ধী ছাগল লালন পালনে অংশ নেয়।

দর্শনায় পৃথক মাদকবিরোধী অভিযানে গাঁজা ও ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার ৩

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় পৃথক তিনটি মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩ কেজি গাঁজা ও ইয়াবাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন আজমপুর গ্রামের আলম হোসেনের স্ত্রী রেহেনা বেগম (৩৮), যার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ৩ কেজি গাঁজা; দক্ষিণ

চাঁদপুর হল্ট স্টেশন পাড়ার লিয়াকত আলীর ছেলে ইস্রাফিল হোসেন (৪৫), যার কাছ থেকে পাওয়া যায় ৩০০ পিস ইয়াবা; এবং কেরুজ মিলপাড়ার আতর আলীর ছেলে আশরাফুল ইসলাম চঞ্চল (৩৮), যিনি ছিলেন ২৫ পিস ইয়াবাসহ।

গতকাল শুক্রবার গভীর রাতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই মাসুদুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে মাদকসহ গ্রেপ্তার করেন।

তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক মামলা রুজু করে আজ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে পাঠানো হয়েছে।

দর্শনায় বৈশাখী ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা আকন্দবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছে বৈশাখী ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন এবং খেলোয়াড়দের মাঝে ফুটবল ও দাবার সেট বিতরণ অনুষ্ঠান।

বুধবার বিকেল ৫টায় কেরু অ্যান্ড কোম্পানির মাঠে আকন্দবাড়িয়া বাউল পরিষদের আয়োজনে আট দলের অংশগ্রহণে এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শহীদ তিতুমীর।

টুর্নামেন্টের সভাপতিত্ব করেন সাবেক চেয়ারম্যান ও দর্শনা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আহম্মদ আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক আলহাজ্ব মশিউর রহমান, বিএনপি নেতা মোমিনুল ইসলাম, ফরমান আলী, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আওয়াল হোসেন, সাবেক ফুটবলার সাইফুল ইসলাম হুকুম, আশরাফুজ্জামান বেল্টু প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ওসি শহীদ তিতুমীর খেলোয়াড়দের মাঝে ফুটবল ও দাবার সেট বিতরণ করেন। অতিরিক্ত একটি ফুটবল উপহার দেন সাইফুল ইসলাম হুকুম।

বক্তারা বলেন, মাদকমুক্ত দর্শনা গড়া এবং যুবসমাজকে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তারা বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মোবাইল আসক্তি থেকে দূরে রাখতে এবং অবসর সময়ে দাবার মতো মানসিক খেলার প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাউল পরিষদের আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান ধীরু।

পারভেজ হত্যার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে দর্শনায় ছাত্রদলের মানববন্ধন

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শাখা ছাত্রদলের ১২৩ ব্যাচের টেক্সটাইল বিভাগের মেধাবী শিক্ষার্থী জাহিদুল ইসলাম পারভেজকে নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার বেলা ১১ টার দিকে দর্শনা সরকারী কলেজ শহীদ মিনার চত্তরে মোফাজ্জল হোসেন মোফা’র সভাপতিত্বে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এ মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন কলেজ ছাত্রদলের সদস্য সচিব পলাশ আহমেদ, যুগ্ন আহ্বায়ক সাফায়েত জামিল পাপ্পু, আসিফ হাসান, রাজু আহমেদ, রাকিবুল হাসান রিফাত, আমিন হাসান, মুশফিকুর রহমান, সাইফ, আব্দুল হাই, নাফিস ইকবাল, নিশান, এছাড়া জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি মোরশেদুর রহমান লিংকন, যুগ্ন সম্পাদক আলতাফ হোসেন, পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল মুকিত ও হাসিবুল হাসান শান্ত এবং দর্শনা থানা ছাত্রদলের যুগ্ন আহ্বায়ক সামাউল হাসান, সাহেদ ইসলাম সুজন ও দর্শনা ডি এস মাদ্রাসা ছাত্রদলের সভাপতি শাহাব আহম্মেদ প্রমুখ।

এ সময় বক্তরা ছাত্রলীগ ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের হত্যার দায়ী করেন। এবং পারভেজ হত্যা কারি ও সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতের দাবি করেন। বক্তরা আরও বলেন পারভেজ কলেজ